OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 13
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 92 - 95
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 92 - 95
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

রামপ্রসাদ সেন : অন্ধকার ও আলোর দ্বন্দ্বে উত্তীর্ণ এক দৃঢ় পুরুষকার

উর্বশী ব্যানার্জী
গবেষক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: urbashi.banerjee.25nov@gmail.com

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
রামপ্রসাদ সেন, শক্তিসাধনা, শাক্ত পদাবলী, বৈষ্ণবীয় মাধুর্য, কৌলিন্য প্রথা,

Abstract
সাহিত্য সমাজের দর্পণ হলেও তার সার্থকতা কালোত্তীর্ণতায়। যুগ থেকে যুগান্তরে অন্ধকার সরিয়ে আলোর বার্তা বহন করলে তার গ্রহণযোগ্যতা পৌঁছে যায় অন্য মাত্রায়। ভক্ত-কবি রামপ্রসাদ সেন তেমনই একজন কবি। যাপনে-জীবনে-সাহিত্যে তিনি রেখেছেন তাঁর অনন্য সাক্ষর। তিনি জানেন মানবজীবনে আলো অন্ধকার দুইই চক্রাকারে আবর্তিত হয়। কিছুই চিরস্থায়ী নয়। অন্ধকার থেকে মুক্তিও কেবলই সময়ের অপেক্ষা। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, চেতনা ও পুরুষকারের বার্তা অনায়াসে কালের গণ্ডি পার করে হয়ে ওঠে মানুষের শাশ্বত সম্পদ। নিপীড়িত, অসহায়, আর্ত ও পরাজিত মানুষের চলার পথের অবলম্বন, পাথেয়। কেবল মধ্যযুগ নয়, একালেও তিনি ও তাঁর ব্যক্তিত্ব সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

Discussion

ভূমিকা : বাংলায় শক্তিসাধনা ও শাক্ত পদাবলীর ইতিহাসে রামপ্রসাদ সেন হলেন অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব। তাঁর কাব্যে মানবজীবনের নানান ওঠা-পড়া, দুঃখ-সংকটের পাশাপাশি তা থেকে উত্তরণের সুরটিও প্রতিধ্বনিত হয়েছে। বিশেষত তাঁর গানে অন্ধকার ও আলোর দ্বন্দ্ব এমনভাবে চিত্রিত হয়েছে যার উৎস কেবল ধর্মীয় ভাবাবেগ নয়, বরং চেতনার অতলান্ত গভীরে। আলোচ্য প্রবন্ধে ভক্ত-কবি রামপ্রসাদ সেনের কাব্যে অন্ধকার ও আলোর পারস্পরিক সংঘাত এবং তা অতিক্রম করে তাঁর দৃঢ় পুরুষকারের প্রকাশ বিশ্লেষণ করায় মুখ্য উদ্দেশ্য।

জীবন ও যুগপ্রেক্ষিত : বাংলার অর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে আঠারো শতক এক ভয়াবহ অধ্যায়। একদিকে অস্তমিত মোগল সাম্রাজ্য অন্যদিকে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, লোভ, ষড়যন্ত্র ও হত্যা গোটা দেশেই এক অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। এই সুযোগে সুবা বাংলার শাসকরাও স্বাধীন নবাবের মতো আচরণ শুরু করলে সাধারণ মানুষের দুর্গতি চরমে ওঠে। এই সময়েই আনুমানিক ১৭২০ খ্রিস্টাব্দে রামপ্রসাদ সেনের জন্ম হয় চব্বিশ পরগনার হালিশহরে। এক অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত বৈদ্য বংশে। আবাল্য উদাসীন ছেলেকে সংসারী করার কিছুদিনের মধ্যেই পিতার মৃত্যু রামপ্রসাদকে বাস্তবের কঠিন মাটিতে নামিয়ে আনে। শুরু হয় অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। নিত্য অভাব ও দুমুঠো অন্ন উপার্জনের তাগিদে তিনি কাজ নেন

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 13
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 92 - 95
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

জমিদারের দপ্তরে। কিন্তু অন্তরের স্বাভাবিক টান ও আবেগ তাঁকে তাড়িত করে দিনরাত। তাইতো হিসাবের খাতায় তিনি কখনো দুর্গা নাম লেখেন, আবার কখনো জীবনের অবিরল যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে গেয়ে ওঠেন—

"আমায় দাও মা তবিলদারী।"[১]

এই গান কি শুধুই ভক্তের অন্তরের আকুতি? এর মধ্যে কি মানব জীবনের চাওয়া-পাওয়ার অমোঘ বাণীটি রূপ লাভ করেনি?

অন্ধকারের রূপ : শতাব্দীর সূচনাতেই ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু মোগল সাম্রাজ্যের মূলে কুঠারাঘাত করে। সিংহাসন ঘিরে চক্রান্ত, পদমর্যাদার দ্বন্দ্ব, শঠতা সমকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ঘুণ ধরিয়ে দিয়েছিল। এই অবনতির ছত্রছায়ায় সূচনা হয় নবাবী আমলের। যার সর্বাঙ্গীন ব্যর্থতা ও পদস্খলনের পরিণাম বর্গির হাঙ্গামা, পলাশীর যুদ্ধ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অভ্যুত্থান ও দুর্ভিক্ষ। মনুষ্যত্বের এই অপচয়, দুর্বিষহ আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থা, বর্গি ও মগদের অত্যাচারের বীভৎসতা মানুষের জীবনকে নৈরাশ্যের ঘন মেঘে ঢেকে দিয়েছিল। বর্গিদের অতর্কিত আক্রমণে গোটা বাংলা জুড়ে শোনা যাচ্ছিল নিরাশ্রয় ও নিরন্ন মানুষের আর্তনাদ। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই প্রাণভয়ে পালাচ্ছিল। এই বিভীষিকাময় পরিস্থিতির বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন—

"ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পলাএ পুথির ভার লইয়া।
সোনার বাইনা পলায় কত নিক্তি হড়পি লইয়া।।
গন্ধবণিক পলাএ দোকান লইয়া জত।
তামা পিতল লইয়া কাঁসারি পলাএ কত।।
...
কাএস্ত বৈদ্য জত গ্রামে ছিল।
বরগির নাম সুইনা সব পলাইল।।
ভাল মানুষের স্ত্রীলোক জত হাটে নাই পথে।
বরগীর পলানে পেটারি লইল মাথে।।"[২]

শুধু লুটপাট আর গ্রাম জ্বালিয়ে তারা ক্ষান্ত হয়নি, মেয়েদের ওপর যে নারকীয় অত্যাচার করেছিল তা সত্যিই অকল্পনীয়। এই নিশ্চিদ্র অন্ধকার সেকালে অবিশ্বাস, হতাশা, ব্যভিচার, বঞ্চনা, প্রতারণার উন্মুক্ত পরিবেশ তৈরি করেছিল। মানুষের মনে বৈষ্ণবীয় মাধুর্যের কণামাত্র অবশিষ্ট ছিল না। সে খুঁজছিল আশ্রয়, অভয়। যন্ত্রণা ও মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে মুক্তি। তাই সৌম্য সুন্দর বাঁশি নয়, গলায় মুণ্ডমালা লোলজিহ্বা, আর হাতে খড়্গ ও বরাভয় নিয়ে অবতীর্ণ হলেন কালের সংহারকারিণী কালী। এই ভয়ানক প্রতিবেশে অন্ধকারের স্বরূপ কি একমাত্রিক হতে পারে? রামপ্রসাদ সেনের কাব্যে অন্ধকারের প্রকাশ তাই বহুমাত্রিক।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে জীবন ও মননের অন্ধকার স্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হয়েছে ভক্ত-কবির শাক্তগীতিতে। আগমনী ও বিজয়ার পদে কবি তাঁর সমাজ-জীবনের উপলব্ধিকে বাণীরূপ দিয়েছেন। যেখানে কৌলিন্য প্রথার শিকার উমা। অবোধ বালিকার জন্য মায়ের দুশ্চিন্তা ও ভাবনার অন্ত নেই। তার ওপর বৃদ্ধ নেশাখোর স্বামী ও সতীনের উৎপীড়নে অষ্টমবর্ষীয়া বালিকার মর্মান্তিক পরিণতি ও অসহায় শোকাকুল মাতৃহৃদয়ের যে চিত্র সাধক-কবি এঁকেছেন তা এককথায় অনবদ্য। আর ভক্তের আকুতি বা শক্তিসাধনা বিষয়ক পদগুলি তো আমাদের প্রতিনিয়ত নতুন করে ভাবতে শেখায় মানব জীবন ও মনন সম্পর্কে। জীবনের অনিশ্চয়তা, দারিদ্র্যের যন্ত্রণা, আত্মপরিচয়ের সংকট তাঁকে এক অন্ধকারময় বাস্তবের দিকে ঠেলে দেয়। যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি কখনো মাকে 'পাষাণের মেয়ে' বলে কটাক্ষ করেন, কখনো এই দুরাবস্থার কারণ হিসাবে সমস্ত অভিযোগের তীর তাঁর দিকে ছুঁড়ে দেন। আবার কখনো ঈশ্বরী পাটনীর মতো জীবনের অমোঘ সত্য অকপটে স্বীকার করে চেয়ে নেন বেঁচে থাকার রসদ। বলেন—

"চাই না মাগো রাজা হতে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 13
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 92 - 95
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

রাজা হবার সাধ নাই মাগো
দু'বেলা যেন পাই মা খেতে।
(মা) আমার মাটির ঘরে বাঁশের খুঁটি মা
পাই যেন তাই খড় যোগাতে।"[৩]

তিনি দু'মুঠো অন্ন আর মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু সুনিশ্চিত করতে চান। এই অন্ধকারময় অস্থির সময়ে মানুষের একেবারে Basic Need রামপ্রসাদের চাওয়ায় বারবার ফিরে এসেছে। কখনো জাগতিক সমস্ত চাওয়া পাওয়ার ঊর্ধ্বে উঠে তিনি ব্রহ্মময়ীর কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন তাঁর কর্ম্মডুরি কেটে দেবার, মায়ের চরণে ঠাঁই পাবার — এও তো অন্ধকার কাটিয়ে ওঠার এক আপ্রাণ চেষ্টা।

জীবন ও সমাজে যখন অনাচারের অন্ধকার ঘনিয়ে আসে তখন ব্যভিচার ও ভোগসর্বস্বতা মানুষকে আচ্ছন্ন করে। তুর্কি আক্রমণের পরে সমাজের যে চিত্র পেয়েছি আঠারো শতকেও তার পুনরাবৃত্তি হতে দেখি। শুধু রাজসভার কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র নন, রামপ্রসাদ সেনের মতো ভক্ত-সাধককেও লিখতে হয়েছে সেই বহু চর্চিত আদিরসের কাব্য। দেখিয়েছেন লালসার অসংযম, ভোগের চূড়ান্তরূপ বিদ্যা ও সুন্দরের মাধ্যমে। কামনার কুৎসিত যাপন উল্লাস সমাজের অবক্ষয়ের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে।

আলোর অনুসন্ধান : অন্ধকারই কি জীবনের শেষ কথা, অন্তিম পরিণতি হতে পারে? রামপ্রসাদের মতো ভক্ত-কবির ক্ষেত্রে তা একেবারেই অসম্ভব। কালী তাঁর কাছে কেবল মৃত্যুভয়নাশিনী বা অন্নদাত্রী নন। রামপ্রসাদের কাছে কালী হলেন তাঁর আশ্রয়। জীবনের অসীম দুঃখ, বেদনা, যন্ত্রণা, কামনা ও সমর্পণের কেন্দ্রস্থলে রয়েছেন তিনি। মানুষ হিসাবে তাঁর ভেতরে যে আশা-হতাশা, বিশ্বাস-সংশয়, শক্তি ও দুর্বলতার নিরন্তর সংঘাত চলছে তাকে তিনি কখনোই অস্বীকার করেননি। বরং জীবনের সমস্ত ভুল-ত্রুটি, অপারগতা, কামনা-বাসনার খেলনা নিয়ে খেলা সাঙ্গ করে ক্লান্ত শরীরে মায়ের কাছে তাঁর প্রার্থনা—

"কেবল আসার আশা, ভবে আশা, আসা মাত্র হলো।
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে, ভ্রমর ভুলে রলো॥
মা নিম খাওয়ালে, চিনি ব'লে, কথায় ক'রে ছলো।
ও মা! মিঠার লোভে তিত মুখে সারা দিনটা গেলো।
...
রামপ্রসাদ বলে ভবের খেলায়, যা হবার তাই হলো।
এখন সন্ধ্যাবেলায় কোলের ছেলে, ঘরে নিয়ে চলো॥"[৪]

এই ভক্তি ও নির্ভরতা কোনো অন্ধবিশ্বাস থেকে নয়, এসেছে গভীর আত্মোপলব্ধি ও নিঃশর্ত সমর্পণের মধ্য দিয়ে। যা এই গভীর আঁধারেও এনে দিয়েছে আলোর আশ্বাস। তিনি জানেন অন্ধকারের বিনাশ নেই, আবার আলোও চিরস্থায়ী নয়। এই দুইয়ের সংঘাতই জীবনের রথচক্রকে সচল রাখে।

দ্বন্দ্ব থেকে উত্তরণ ও দৃঢ় পুরুষকারের প্রকাশ : রামপ্রসাদের জীবনাচরণ ও কাব্যের বিশিষ্টতা হল আলো অন্ধকারের চিরন্তন দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করার চারিত্রিক দৃঢ়তা। তিনি দুঃখে ভেঙে না পড়ে তাকে রূপান্তরিত করেছেন আধ্যাত্মিক শক্তিতে। অন্তঃপ্রক্রিয়ার এই পর্বে যে মানসিক দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাসের উন্মেষ হয় তাকেই দৃঢ় পুরুষকার বলা যায়। যিনি চূড়ান্ত বিপর্যয়েও স্থিতিশীল থাকেন আত্মবিশ্বাস হারান না। অসীম দুঃখকে সৃজনশীলতায় উত্তীর্ণ করে আত্মসমর্পণের মধ্যে শক্তি ও আশ্রয়ের সন্ধান করেন। তাঁর পুরুষকার নিয়ে প্রশ্ন করা চলে না।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 13
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 92 - 95
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আধুনিক বিশ্বায়নের যুগেও তিনি প্রাসঙ্গিক। আধুনিকতার প্রচণ্ড গতি আমাদের চলতি হওয়ার পন্থী হতে বাধ্য করে আর ছন্দপতনের মুহূর্তেই সমূলে উৎপাটিত হতে হয় স্বক্ষেত্র থেকে। নৈরাশ্য, অস্থিরতা, অন্ধকার আর অবক্ষয় আমাদের জর্জরিত করে। চেতনাকে গ্রাস করে একাকীত্বের অসুখ। তখন তিনি সহজ সরল হৃদয় ও মনন নিয়ে চেতনার এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকেন। বলেন বাহ্যিক আড়ম্বর নয়, অন্তরের সরল বিশ্বাস মানুষকে তাঁর নিজ সত্যের সামনে দাঁড় করায়। তাই একালেও কবি শুভাশীষ দাস বলেন, -

"ও শ্যামা, ও শ্যামা
কী করি বলো না
সংসার কারাগারে
মুক্তি মেলে না।"[৫]

মূল্যায়নের শেষ পর্বে একথা বলতেই পারি রামপ্রসাদ সেন শুধুমাত্র একজন কবি নন, তিনি একটি শাশ্বত প্রতিষ্ঠান। যিনি আমাদের শেখান জীবনের গভীরতম অন্ধকারের মধ্যেও নিহিত থাকে আলোর সম্ভাবনা।

Reference:

১. ঘোষ, দয়ালচন্দ্র, প্রসাদ প্রসঙ্গ অর্থাৎ সঞ্জীবনী প্রসাদী সঙ্গীত কাব্য, ভিক্টোরিয়া প্রেস, কলিকাতা, ১৮৮৬, পৃ. ১
২. দাস, গঙ্গারাম, মহারাষ্ট্র পুরাণ, যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, সম্পাদক, নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ, নবদ্বীপ, ২০০২, পৃ. ১৫
৩. ঘোষ, দয়ালচন্দ্র, প্রসাদ প্রসঙ্গ অর্থাৎ সঞ্জীবনী প্রসাদী সঙ্গীত কাব্য, ভিক্টোরিয়া প্রেস, কলিকাতা, ১৮৮৬, পৃ. ১০৭
৪. ঐ, পৃ. ৮
৫. https://youtu.be/VwibjuKHO0c?si=VCDEzRM6kWudu9gc

Bibliography:

অতুল সুর, আঠারো শতকের বাঙলা ও বাঙালী, সাহিত্যলোক, কোলকাতা, ১৯৮৫
অনিমা মুখোপাধ্যায়, আঠারো শতকের বাংলা পুঁথিতে ইতিহাস প্রসঙ্গ, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৮৭
গঙ্গারাম দাস, মহারাষ্ট্র পুরাণ, যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, সম্পাদক, নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ, নবদ্বীপ, ২০০২
জাহ্নবী কুমার চক্রবর্ত্তী, শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা (দ্বিতীয় সংস্করণ), ডি. এম. লাইব্রেরি, কলিকাতা, ১৩৬৭
দয়ালচন্দ্র ঘোষ, প্রসাদ প্রসঙ্গ অর্থাৎ সঞ্জীবনী প্রসাদী সঙ্গীত কাব্য, ভিক্টোরিয়া প্রেস, কলিকাতা, ১৮৮৬
রামপ্রসাদ সেন, বিদ্যাসুন্দর, শ্রী শ্রী কালী কীর্ত্তনং, শ্রী শ্রী কৃষ্ণকীর্ত্তন, সীতা বিলাপ ও পদাবলী (কবিরঞ্জন কাব্যসংগ্রহ), যোগেন্দ্র নাথ বসু, সম্পাদক, টাউন প্রেস কলিকাতা, ১২৯২
শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ১৩৮৭
S. B. Dasgupta, Obscure Religious Cult, as Background of Bengali Literature, University of Calcutta, Calcutta, 1945